রথীন মজুমদার
প্রযোজিত

আশা পিকচার্সের
৩য় নিবেদন

সূরের আকাশে

পরিচালনা
বীরেশ চট্টোপাধ্যায়

আশা পিকচার্স পরিবেশনা

আশা পিকচার্সের তৃতীয় নিবেদন

সুরের আকাশে

পরিচালনা : বীরেশ চ্যাটার্জী। গীতরচনা ও সংগীত পরিচালনা : স্বপন চক্রবর্তী (বোম্বে)। প্রযোজনা : রথীন মজুমদার। মূল কাহিনী : অরুণ মুখার্জী। কাহিনী পরিবর্ধন, চিত্রনাট্য সংলাপ : বীরেশ চ্যাটার্জী, অনিমেষ রায়চৌধুরী। চিত্রগ্রহণ : পান্তু নাগ। সম্পাদনা : স্বপন গুহ। শিল্পনির্দেশনা : কার্তিক বসু। পরিচ্ছদ পরিকল্পনা : ডলি মজুমদার। অলঙ্করণ : বৈশাখী মজুমদার। প্রচার পরিকল্পনা : তিমিরবরন মজুমদার। রূপসজ্জা : গৌর দাস, বিমল মুখোপাধ্যায়। সাজসজ্জা : শিবু দাস। কেশবিন্যাস : পুর্ণিমা লাহিড়ী অসিত দাস (লেডিস বিউটি কর্ণার)। কর্মধক্ষ : রবীন মুখোপাধ্যায়। নৃত্য পরিকল্পনা : সুনীল বন্দ্যোপাধ্যায়। শব্দগ্রহণ : জ্যোতি চ্যাটার্জী (এন, এফ, ডিসি,) অণুপ মুখার্জী। স্থিরচিত্র : দীপক বিশ্বাস। পরিচয় লিখন : দিগেন ষ্টুডিও। প্রচার : শ্রীপঞ্চানন। কণ্ঠসংগীতে : কিশোর কুমার, আশা ভোঁসলে, কবিতা কৃষ্ণ মূর্তি, রামানুজ দাশগুপ্ত, শ্রাবন্তী মজুমদার, শক্তি ঠাকুর, হৈমন্তী শুক্লা। ক্যামেরা : দেওজী ভাই। আলোক সরবরাহ : বি, ডি, এন্টারপ্রাইজেস। অভিনয়ে : তাপস পাল, দেবশ্রী রায়, অভিষেক চ্যাটার্জী, অণুপ-কুমার, শুভেন্দু চ্যাটার্জী, অরুণ মুখোপাধ্যায়, প্রশান্ত চ্যাটার্জী, অরুণ মিত্র, চঞ্চল মুখার্জী, প্রভাত মুখার্জী, বাপী শেঠ, বাবলু সমাদার, রাজা দে, বাবলী দত্ত, লছমী নারায়ণ আয়ার, মাঃ প্রদীপ মুখার্জী, সুনীল বসু, রবীন দত্ত, প্রকাশ সামন্ত, তরুণ এবং সন্ধ্যারাণী, সবিতা বসু, সাহানা রায়চৌধুরী, নয়না দাস, রিংকু মুখোপাধ্যায়, অমৃতা চ্যাটার্জী, নন্দিতা ভট্টাচার্য, পাপিয়া, কুমকুম এবং বীণা (বোম্বে)।

সহকারীবৃন্দ পরিচালনায় : সুনীল বন্দ্যোপাধ্যায়, সুজিত চক্রবর্তী, প্রসাদ চ্যাটার্জী। চিত্রগ্রহণে : অমূল্য দাস, শ্যামল ব্যানার্জী। শিল্পনির্দেশনায় : রবি দত্ত। ব্যবস্থাপনায় : সন্তোষ দাশগুপ্ত, দুঃখী নায়েক, সতুধর চৌধুরী, ভগীরথ চক্রবর্তী। রূপসজ্জায় : অলোক দাস। শব্দগ্রহণে : রণজিৎ বিশ্বাস, দেবদাস মজুমদার, প্রদীপ দত্ত।

কৃতজ্ঞতা স্বীকার : সর্বশ্রী সুবিমল দাশগুপ্ত (ডি, আই, জি,), রাণা বিশ্বাস (বেনারস), অনিল অধিকারী (বেনারস), অমিয় রতন বন্দ্যোপাধ্যায় (বেনারস) কুচবিহার কালীবাড়ী (বেনারস), তুষার তালুকদার (ডি, আই, জি, আই বি,) চিলড্রেন্স হার্ট, এ্যাপোলো নার্সিং হোম, অনুভা রায় (সহকারী আবাসন বাবুরাম ঘোষ রোড), সুনীত মণ্ডল, স্বপন ঘোষ, সুরেন দাস, সোণালী আইচ, শেফালী পণ্ডিত, নমিতা দাশগুপ্ত।

ল্যাবরেটরী কর্মীবৃন্দ : ফণিভূষণ সরকার, নিরঞ্জন চ্যাটার্জী, কানাই ব্যানার্জী, বীরেন দাস, শম্ভু নস্কর, নীহার ঘোষ, কার্তিক প্রসাদ, প্রদ্যোৎ হালদার, ভবতোষ ভট্টাচার্য, দুলাল সাহা, দিলীপ রায়, বংশীধর রায়, শীতল ব্যানার্জী, তপন বোস, সন্তোষ মণ্ডল।

আলোক সম্পাতে : সতীশ হালদার, দুঃখী নস্কর, ব্রজেন দাস, অনিল পাল, মঙ্গল সিং, জহর দাস, বাপী সেঠ, বেণুধর বিশওয়াল।

দৃশ্য সজ্জায় : মনি সর্দার, গোপাল ভৌমিক, নিমাই দত্ত, ননী, দ্বিজ, মন্তু, আনন্দ, কানাই, রেজ্জাক, গোপাল, দুলাল।

পরিবেশনা : আশা পিকচার্স

১৩, ক্রেকেড লেন, কলিকাতা-৬৯

কাহিনী

প্রকাশবাবু আর চারুবাবু—অনেক দিনের বন্ধু। একদিন ওঁদের মধ্যে কথা হয়েছিলো প্রকাশের মেয়ে শবরীর সঙ্গে চারুর ছেলে অভির বিয়ে দেওয়া হবে। তখন অভির বয়স ২/৩ তারপর অনেক বছর কেটে গেছে। আজ চারুবাবু বেনারসের লোক। সেখানেই তাঁর বাড়ী ব্যবসা—সবকিছু। আর প্রকাশ কলকাতার বাসিন্দা। তার মেয়ে শবরী খুব ভাল গান করে। তার জীবনের উচ্চাকাঙ্খা—খুব বড় গায়িকা হবে সে।

চারুবাবুর ছেলে অভির সবচেয়ে প্রিয়বন্ধু রাণারও বেনারসেই বাড়ী। রাণা অভিদের মত অবস্থাসম্পন্ন নয়। রাণা খুব ভালো গান করে। রাণার বাবাও খুব বড় গায়ক ছিলেন। একদিন তিনি তাঁর সংসার—স্ত্রীপুত্র ফেলে তাঁর এক ছাত্রীর হাত ধরে এলাহাবাদ চলে গিয়েছিলেন। রাণার মা রাণাকে কোনদিন গান ক'রতে নিষেধ করেছে।

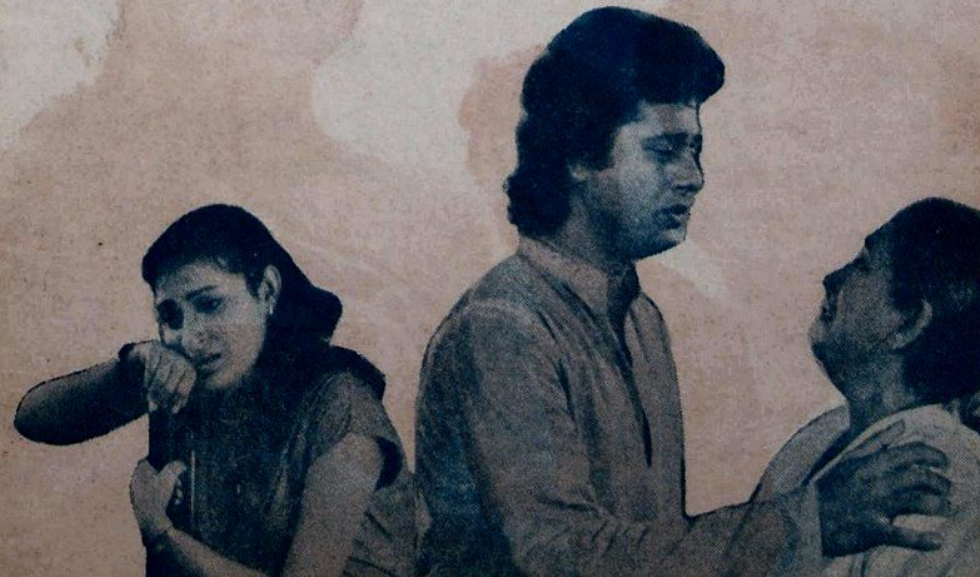

রাণা ঠিক করে—কলকাতায় ক্যাসেট-রেকর্ডিং এর ব্যবসা করবে। নতুন নতুন গায়ক গায়িকাদের গাইবার সুযোগ করে দেবে। তবে—একাজ সে ক'রবে—অমিত ছদ্মনামে, পাছে তার মা তাকে ভুল বোঝেন। কলকাতায় এসে এই ব্যাপারেই তার আলাপ—পরিচয় হয় শবরীর সঙ্গে। পরিচয় থেকে বন্ধুত্ব—প্রেম। শবরী রাণাকে অমিত নামেই জানে।

এদিকে প্রকাশবাবু চারুবাবুকে চিঠি লিখে অভির সঙ্গে শবরীর বিয়ে ঠিক করে ফেলেছেন। শবরী বা রাণা একথা জানে না। অভি শবরীর ছবি দেখে তাকে মনে মনে ভালবেসে ফেলেছে। একদিন সে ক'লকাতায় এসে শবরীর সঙ্গে আলাপও করে যায়।

প্রকাশবাবু শবরীর মুখে যখন শোনেন যে অমিতকে ছাড়া সে আর কাউকে বিয়ে ক'রবে না, তখন তিনি ঠিক করেন—অমিতের সঙ্গেই মেয়ের বিয়ে দেবেন। এদিকে রাণা ব্যবসার ব্যাপারে বম্বে যায়। সেখানে গাড়ী এ্যাকসিডেন্টে—সে গুরুতরভাবে আহত হয়। ডাক্তার বলে—তার দৃষ্টিশক্তি খানিকটা চলে গেছে। বাকীটুকু যে কোনওদিন চলে যেতে পারে।

রাণা ভাবে—আজ হোক্, কাল হোক—সে অন্ধ হয়ে যাবেই। সুতরাং শবরীর জীবন সে নষ্ট করবে না। শবরীর জীবন থেকে সে সরে যাবে।

সে চিঠি লিখে মিথ্যে করে জানায় শবরীকে—সে বিয়ে করে আমেরিকাবাসী হচ্ছে। শবরী যেন তার জীবনের সাথী খুঁজে নেয়।

শবরী ঠিক করে—বিয়ে সে কোনওদিনও ক'রবে না। সে বেনারসে চলে যায় সেখানকার হিন্দুবিশ্ববিদ্যালয়ে সঙ্গীত নিয়ে গবেষণা করবার জন্যে। সেখানে রানার বোন রিংকুর সঙ্গে

শবরীর খুব ঘনিষ্ঠতা হয়। ওদিকে রাণা চলে যায় এলাহাবাদ—সেখানকার একটি সঙ্গীত বিদ্যালয়ে গান শিখিয়ে বাকী জীবনটা কাটিয়ে দেবে বলে॥

শবরীর বাবা এসে বেনারসে শবরীকে পীড়াপীড়ি করতে থাকেন—অভিকে বিয়ে করবার জন্যে। যখন তিনি একদিন অসুস্থ হয়ে পড়েন, তখন বাধ্য হয়ে শবরী রাজী হয়ে যায় অভিকে বিয়ে করবার জন্যে।

এই সময়ে একদিন অভি জানতে পারে, যে শবরীকে বিয়ে ক'রতে যাচ্ছে, সে তার সবচেয়ে প্রিয় বন্ধু রাণার প্রেমিকা। আবার শবরীও ঘটনাচক্রে একদিন জেনে যায়—যে অমিত এখন এলাহাবাদে আছে। আমেরিকায় নয়। তার গাড়ী-দুর্ঘটনার কথাও সে জানতে পারে।

শবরী ছুটে যায় রাণার কাছে। রাণা তখন রওনা হচ্ছিল আমেরিকার পথে।

তখন শবরী কি করলো? রাণাও শবরীকে কি বললো?

সংগীত

গান—১

কথা : স্বপন চক্রবর্তী
শিল্পী : রামানুজ দাশগুপ্ত

রাতের আকাশে চাঁদ হাসে আর—
ফুটিতে চাহিছে ফুল।
কার লাগি আজ উদাসী বাতাস,
কেন হ'ল আকুল।

গান—২

কথা : স্বপন চক্রবর্তী
শিল্পী : আশা ভোঁসলে

মনের ময়ূর মেলেছে পাখা
ঘনালো আকাশে মেঘের ঘটা।
দ্রিমি দ্রিমি ঐ গরজে দেয়া—
গন্ধে আকুল বকুল কেয়া
কালো বাদলে বিজলী আঁকা।

ঝরে ঝিম ঝিম শ্রাবণ ধারা
বিরহীর মন পাগল পারা
কার লাগি পথ চেয়ে থাকা।

গান—৩

কথা : স্বপন চক্রবর্তী
শিল্পী : আশা ভোঁসলে

আজ আমি অচেনা যে
পরিচয় হবে গানে গানে
গান খানি যদি ভালো লাগে
তবে রেখো প্রানে।
সুরের আকাশে আমি,
ছোট্ট তারা হতে চাই,—
চাঁদ হবো সে আশা কোথায়—
সাঁঝের প্রদীপ হতে চাই।
নিজেকে বিলাবো ধূপেরই মতো
চাই নাতো আর কিছু
আমি ওগো প্রতিদানে।
কতশত শিল্পী এসে
শুনিয়ে গেছে কত গান
গেলো কেউ আঁধারে হারিয়ে
পেল কেউ শিল্পীর মান।
আজকে এসেছি আশা নিয়ে আমি
তোমাদেরই ভালবাসা
তাই মোরে কাছে টানে।

গান—৪

কথা : স্বপন চক্রবর্তী

শিল্পী : কিশোর কুমার ও আসা ভোঁসলে

কথা দিলাম তুমি আমি
যুগে যুগে থাকবো সাথে।
যুগে যুগে থাকবো সাথে॥
ফুলেতে যেমনি গন্ধ থাকে,
সুরেতে যে ভাবে ছন্দ থাকে,

তেমনি করে আমরা দুজন
রবো মিশে দিনে ও রাতে—
যুগে যুগে থাকবো সাথে।

দাঁড়িয়ে যেদিন বলবে জীবন
আমি যাই এসেছে দ্যাখো মরণ,
হাসি মুখে মোরা নিজেদের
তুলে দেবো মরণের হাতে
যুগে যুগে থাকবো সাথে।

গান—৫ কথা : স্বপন চক্রবর্তী

শিল্পী : শক্তি ঠাকুর ও অলকা

জন্মদিনে কি আর দেবো তোমায় উপহার—
বাংলায় নাও ভালোবাসা
হিন্দিতে দাও পেয়ার।
বছর বছর আসুক ঐ দিনটি ঘুরে ঘুরে
তোমায় নিয়ে করবো মজা
খাবো পেট পুরে।
হ্যাপি-বার্থ-ডে সবাই গাইবো যে এবার'।
তোমরা আছো আমার পাশে
আর কি আমার চাই।
সুখে দুঃখে আমি যেন
তোমাদেরই পাই।
কজনে পায় এমন ভালবাসার অধিকার
বাংলায় দাও ভালোবাসা হিন্দীতে নাও পেয়ার

গান—৬ কথা : স্বপন চক্রবর্তী

শিল্পী : কবিতা ও কৃষ্ণমূর্তি

হঠাৎ আমার ফেলে আসা দিন
ছুঁয়ে দিল হাত বাড়িয়ে
দেখি—স্মৃতিগুলো অপরাধীর মতো
মাথা নীচু করে দাঁড়িয়ে।
দোষ দেবো কাকে, দোষ কারো নয়
ভালোবাসা ছিল ভুল—
প্রেমের কলি কলি রয়ে গেলো
হলো নাসে কভু ফুল।
রং চং এ এক তামাসার মতো
সব কিছু গেল হারিয়ে
দেখি স্মৃতিগুলো অপরাধীর মতো
মাথা নীচু করে দাঁড়িয়ে।
কত ঋতু আসে কত রূপ ধরি
কত ঋতু চলে যায়
কত হাসি গান কত আনন্দ
আমাকে ভোলাতে চায়
মনতো ভোলে না কী করে যাবো
মনের সীমানা ছাড়িয়ে
দেখি—স্মৃতিগুলো অপরাধীর মতো
মাথা নীচু করে দাঁড়িয়ে।

গান—৭ কথা : স্বপন চক্রবর্তী

শিল্পী : কিশোর কুমার ও শ্রাবন্তী মজুমদার

প্রেমের খেলা কে বুঝিতে পারে
(—ও বাতাসী)
বুঝবে সে জন প্রেম রোগেতে
ধরেছে গো যারে।
প্রেমতো করা যায় না গো সই
প্রেমতো হয়ে যায়।
পরান করে উড়ু উড়ু মন করে হায় হায়
বুক ফাটেতো মুখ ফোটে না
প্রেমের কথা বলি কারে ?
মনে রেখো-প্রেমের আগুন
পুড়িয়ে করে ছাই॥
শুধু লাঞ্ছনা গঞ্জনা আছে
আরতো কিছুই নাই।
ভূতকে যদি ভুতে ধরে
ওঝা কি করিবে তারে।
প্রেমের খেলা কে-বুঝিতে পারে॥

গান—৮ কথা : স্বপন চক্রবর্তী

শিল্পী : রামানুজ দাশগুপ্ত

সা বলে শোন শোন
রে বলে কেরে ?
গা বলে গান শোনাতে এসেছেরে।
মা বলে মানবো যদি সুরে গায়,
পা বলে প্রাণ যায় বেসুরেতে হায়।
ধা বলে ধ্যাত্তোরি চুপ করো না,
নি বলে না না কিছু বলো না।
গাইতে না পারে কি হলো তাতে,
আমরা সারে গামা থাকি সাথে সাথে।

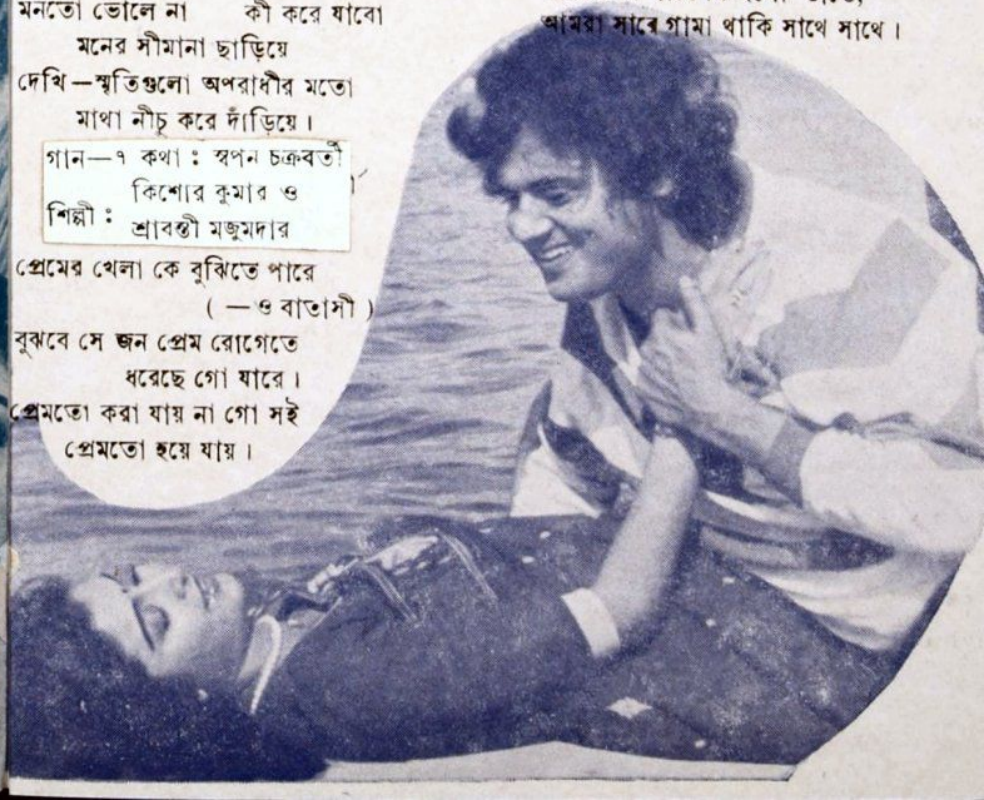

রথীন মজুমদার প্রযোজিত
আশা পিকচার্সের চতুর্থ নিবেদন

কাহিনী•পরিচালনা • বীরেশ চ্যাটার্জী

চিত্রনাট্য • বীরেশ চ্যাটার্জী অনিমেষ রায়চৌধুরী

সংগীত • গীতরচনা • স্বপন চক্রবর্তী (বম্বে)

গানে লতা আশা•ভূপিন্দর কবিতা•হৈমন্তী
কৃষ্ণমূর্তি•অমিত কুমার•শক্তি ঠাকুর

চিত্রগ্রহণ পান্তু নাগ সম্পাদনা স্বপন গুহ

শিল্প নির্দেশনা কার্তিক বসু প্রচার পরিকল্পনা শ্রী পঞ্চানন

চরিত্র চিত্রণে

তাপস পাল • ইন্দ্রাণী দত্ত • নয়না দাস
শকুন্তলা বড়ুয়া • সোমা দে • দিলীপ রায়
অর্জুন মুখার্জী • অরুণ মুখার্জী • রূপা গাঙ্গুলী
অভিষেক চ্যাটার্জী ও চিরঞ্জীৎ